০১ নভেম্বর ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অক্টোবর ২০১৫

সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

হেফাজতে নির্যাতন চলছেই

গ্রেফতারের পর পায়ে গুলি করার প্রবণতা

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ

দূর্গা পূজামন্ডপ এবং আশুরার মিছিলের প্রস্তুতি পর্বে হামলা

হুমকির মুখে সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছেই

গণপিটুনীতে হত্যা অব্যাহত

নারীর প্রতি সহিংসতা চলছেই

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারী

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদন্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ০৭ জন নিহত এবং ৬৫৪ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৪৬টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ০৪ জন নিহত ও ৫১২ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার অভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ সংকটকাল অতিক্রম করছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা ভোট কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দিয়ে নিজেদের প্রার্থীদের জিতিয়ে নিচ্ছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে এবং একের পর এক ভয়াবহ খুনের ঘটনা ঘটছে। ঢালাওভাবে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এইসব হত্যার অভিযোগ এনে তাঁদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন শুরু করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত আছে। তারা প্রকাশ্যে মারণাস্ত্র নিয়ে আক্রমণ, নারীর ওপর সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর আক্রমনসহ সহ বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনাগুলোর বেশীরভাগেরই কোন বিচার হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও হওয়ার কোন সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে না। উপরন্ত বিভিন্ন পক্ষের, মতের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে সরকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করছে।

৩. গত ২ অক্টোবর গাইবান্ধা-১ আসনের ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্য ও সুন্দরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন সুন্দরগঞ্জ-বামনডাঙ্গা সড়কে তাঁর নিজ পিস্তল থেকে গুলি করে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শাহাদাত হোসেন সৌরভ (৯) কে গুরুতর আহত করেন। আহত সৌরভকে এলাকাবাসী গাড়িতে করে সুন্দরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে সংসদ সদস্য লিটন ও তাঁর সঙ্গীরা গাড়ীর গতিরোধ করে চালকের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুরুতর আহত সৌরভকে হাসপাতালে নিতে বাধা দেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সৌরভকে প্রথমে সুন্দরগঞ্জ হাসপাতালে এবং পরে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, লিটন প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় ভোর বেলা গাড়ি নিয়ে বের হন এবং এলাপাথারী গুলি করে জনমনে আতংক সৃষ্টি করেন।[১] গত ৩ অক্টোবর এই ঘটনার জন্য শাহাদাত হোসেনের বাবা সাজু মিয়া সুন্দরগঞ্জ থানায় লিটনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। গত ১১ অক্টোবর মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেন। ১২ অক্টোবর হাইকোর্ট বিভাগ আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে লিটনকে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়। গত ১৪ অক্টোবর নিম্ন আদালতে লিটনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশনা দিয়ে হাইকোর্টের আদেশ আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত স্থগিত করলে রাতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকার উত্তরার এক বাসা থেকে লিটনকে গ্রেফতার করে গাইবান্ধা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। বর্তমানে মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন গাইবান্ধা জেলা কারাগারে বন্দী রয়েছেন।[২]

৪. গত ৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ইমান আলীর সমর্থকরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মামুন আহমেদের ভাই ইব্রাহিম অভিযোগ করেন, বেলা ১১ টায় ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন যুবক ভোট কেন্দ্র দখল করে। তারা ভোটারদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে ভোট দিতে থাকলে মামুন ও তাঁর সমর্থকরা বাধা দেন। এই সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকরা মামুন ও তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা চালালে মামুন আহত হন। পরে তাঁর বাড়িতেও হামলা করা হয়। এই ঘটনায় অন্তত পনেরো জন আহত হয়েছেন।[৩]

৫. টাঙ্গাইলের মধুপুর জঙ্গলে এক নারীকে ধর্ষণ করার সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে ১২ অক্টোবর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত ওই নেতারা হলেন মধুপুরের অরণখোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম ও যুবলীগ সদস্য আরিফ হোসেন। মধুপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আমিনুল ইসলাম বলেন, মেয়েটি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে মধুপুর গড়ে এক আত্মীয়োর বাড়ীতে যাচ্ছিলেন। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১টায় টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের বড়বাইদ নামের এলাকায় তাঁরা পৌঁছালে অরণখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম (২৩) এবং অরনখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য আরিফ হোসেন (২৪) তাঁদের পথরোধ করে মেয়েটির চাচাতো ভাইকে ভয় ভীতি দেখিয়ে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে বনের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করে। এই সময়ে ওই রাস্তা দিয়ে মধুপুর থানা পুলিশের একটি টহল ভ্যান যাওয়ার সময় মেয়েটির চাচাতো ভাই পুলিশকে মেয়েটির অপহরণের বিষয়টি জানান। পুলিশ বনের ভেতরে ঢুকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং আরিফ ও আমিনুলকে আটক করে মধুপুর থানায় নিয়ে যায়। মেয়েটি বাদি হয়ে আরিফ ও আমিনুলকে আসামী করে ধর্ষণের অভিযোগে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।[৪]

৬. গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশানে ইতালিয়ান নাগরিক সিজার তাবেলা এবং ৩ অক্টোবর রংপুরে জাপানি নাগরিক হোশি কুনিও হত্যার ঘটনার পর দেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ অভিযান চালায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।[৫] পুলিশ সদর দফতরের কর্মকর্তরা বলেন, গত ৭ অক্টোবর সকাল ৮ টা থেকে

[১] যুগান্তর ও মানবজমিন ৩ অক্টোবর, ২০১৫
[২] যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০১৫
[৩] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৫
[৪] প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০১৫ এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৫] মানবজমিন, ৬ অক্টোবর ২০১৫

৮ অক্টোবর সকাল ৮টা পর্যন্ত সারা দেশের ৬৩০টি থানায় ২,৫০৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই অভিযানে বিএনপি এবং জামায়াত-শিবিরের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে বলে বিএনপি এবং জামায়াত অভিযোগ করেছে।[৬] গত ৭ অক্টোবর চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও সাতকানিয়া, নোয়খালীর সোনাইমুড়ী, ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও ঈশ্বরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, নড়াইল ও মাগুরার শ্রীপুর থেকে বিএনপি ও যুবদল এবং জামায়াত ও শিবিরের ২০ নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৭] গত ১৭ অক্টোবর রাত থেকে ১৮ অক্টোবর ভোর পর্যন্ত রংপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের ১০০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।[৮]

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৭. বর্তমান সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং এতে পুলিশ ও দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যবহার করছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশে রাজনৈতিক অবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে।

৮. গত ৭ অক্টোবর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিল করে নতুন পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা শহীদ মিনার চত্বর থেকে মিছিল নিয়ে মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে কারওয়ানবাজারে পৌঁছালে পুলিশ মিছিলে হামলা করে লাঠিচার্জ করে এবং পেপার স্প্রে ছোঁড়ে। এই সময় পুলিশের লাঠি চার্জে এবং পেপার স্প্রেতে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন।[৯] উল্লেখ্য ১৮ সেপ্টেম্বর একযোগে সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠে। এরপর থেকে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফল বাতিল করে নতুন পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।[১০]

৯. টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে একটি শ্লীলতাহানির ঘটনায় পুলিশের গুলিতে ৪ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে গত ২ অক্টোবর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ (কাদের সিদ্দিকী) এক প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয়। একই দিন একই জায়গায় কালিহাতী উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্মরণ সভার আয়োজন করে। একই জায়গায় কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ও আওয়ামী লীগ সমাবেশ ডাকায় ২ অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন সমস্ত সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। গত ১ অক্টোবর সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঐ আদেশ জারি করেন।[১১]

১০. উল্লেখ্য বর্তমান সরকারের আমলে প্রায়শইঃ দেখা যাচ্ছে যে, বিরোধীদল যভ ভীন্নমতাবলম্বী কোন পক্ষ কোন সভা-সমাবেশের ডাক দিলে একই সময়ে একই জায়গায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ সভা আহ্বান করছে। ফলে স্থানীয় প্রশাসন সহিংসতার অজুহাতে ১৪৪ ধারা জারী করে সমস্ত সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে।

---

[৬] নিউএজ, ৯ অক্টোবর ২০১৫

[৭] নয়াদিগন্ত, ৮ অক্টোবর ২০১৫

[৮] মানবজমিন, ৮ অক্টোবর ২০১৫

[৯] প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০১৫

[১০] প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[১১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

১১. 'জীববৈচিত্র্য ধ্বংসকারী' রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা গত ১৬ অক্টোবর সুন্দরবন অভিমুখে তিনদিনের রোর্ড মার্চ শুরু করে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেলে মানিকগঞ্জ জেলা শহরে বিজয় মেলা মাঠসংলগ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সমাবেশের আয়োজন করে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা। সমাবেশে আসা বাম মোর্চার নেতা-কর্মীদের পুলিশ সমাবেশ করতে বাধা দেয়। এই সময় এর নেতা-কর্মীরা সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশের হামলায় বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সাইফুল হক, কেন্দ্রীয় নেতা মোশরেফা মিশু, শুভ্রাংশু চক্রবর্তীসহ ১০ জন আহত হন।[১২] একইদিনে বাম মোর্চার নেতা-কর্মীরা ৫টি বাস নিয়ে মাগুরা শহরের ঢাকারোড কাঁচাবাজার এলাকায় পৌঁছে। সেখানে বাস থেকে নেমে বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, মোশরেফা মিশু ও শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি মিছিল রওনা হয়। এই সময় মিছিল করার অনুমতি না থাকার অভিযোগে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে মিছিল এগিয়ে গেলে পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে। এতে বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সাইফুল হক পুনরায় আহত হন এবং তাঁকেসহ আরো ৬ জন আহত হন।[১৩] উল্লেখ্য ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কোম্পানী ও বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পিডিবি) যৌথভাবে বাগেরহাট জেলার রামপালে কয়লাভিত্তিক এই বিদুৎ প্রকল্পের কাজ করছে। ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে ১৮ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছে সরকার।[১৪] এই বিদ্যুৎ প্রকল্প সুন্দরবন তথা দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করবে বলে তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ, বিদ্যু ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, বিভিন্ন পরিবেশবাদী ও মানবাধিকার সংগঠন, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা, বাসদ ও সিপিবি তা বাতিলের জন্য আন্দোলন করছে। আশংকা করা হচ্ছে সুন্দরবনের অত্যন্ত কাছে এই প্রকল্প নির্মিত হলে তা সুন্দরবনসহ দক্ষিণাঞ্চলে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। রামপাল বিদ্যুকেন্দ্রে যে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পোড়ানো হবে তা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া-ছাই-রাসয়ানিক পদার্থ আশেপাশের বায়ু, পানি, মাটি দূষিত করবে। সুন্দরবন বিরল প্রকৃতির বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল এবং এটি পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ বনগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সরকার এই সমস্ত প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে পরিবেশ ধ্বংসকারী এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।[১৫]

১২. *অধিকার* মনে করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে সরকার দেশকে এক চরম সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্বৃত্তায়ন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। *অধিকার* এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জবাবদিহিতামূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান জানাচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

১৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে অক্টোবর মাসে ১৩ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ০৪ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে', ০১ জন নির্যাতনে, ০১ জনকে

[১২] প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০১৫
[১৩] মানবজমিন, ১৮ অক্টোবর ২০১৫
[১৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৫] মানবজমিন, ১৯ অক্টোবর ২০১৫

পিটিয়ে এবং ০১ জন পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও র‍্যাবের হাতে ০৫ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' এবং ০১ জন র‍্যাব হেফাজতে নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহত ১৩ জনের মধ্যে ০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহকারী পরিচালক, ০১ জন জেএমবি'র সদস্য, ০২ জন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ০১ জন সর্বহারা পার্টির সদস্য, ০১ জন কবিরাজ ও ০৭ জন কথিত অপরাধী।

১৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলো র‍্যাব-পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের'[১৬] ঘটনা হিসেবে দাবি করা হলেও ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান।

১৫. গত ৯ অক্টোবর সকালে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার ফুলবাড়ি গেটে রেললাইনের ওপর যশোর সদর উপজেলার ইছালী এলাকার এনামুল কবিরের (৫০) লাশ পাওয়া যায়। যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে লাশটি শনাক্ত করেন। এনামুল কবিরের স্ত্রী শিউলি অভিযোগ করেন, "পুলিশ তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুন করে লাশ রেললাইনের ওপর ফেলে রাখে। তাঁর মুখমন্ডল এমনভাবে বিকৃত করে দেয়া হয় যে, তাঁকে যেন কেউ চিনতে না পারে। কিন্তু পরনের লুঙি ও জামা দেখে তাঁরা তাঁকে শনাক্ত করেন। গত ৮ অক্টোবর গভীর রাতে পুলিশ তাঁদের বাড়িতে আসে। অনেক রাত হওয়ায় দরজা না খোলার কথা বললে পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে এই ভয় দেখিয়ে ঘরের দরজা খুলতে বাধ্য করে। তখন এএসআই রাসেল, কনস্টেবল ইব্রাহিমসহ বেশ কয়েকজন এনামুলকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে পুলিশ বলে, "জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে ছেড়ে দেয়া হবে"। পুলিশের বক্তব্য, এনামুল গোপন বামপন্থী সংগঠন সর্বহারা পার্টির কর্মী। তাঁর বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন হত্যাসহ অনেক অভিযোগ রয়েছে। তবে পুলিশ এনামুলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি এখন অস্বীকার করছে।[১৭]

১৬. প্রত্যেক নাগরিকেরই ন্যায় বিচার পাবার অধিকার রয়েছে যা সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। এবং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। বাংলাদেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সর্ম্পকে আন্তর্জাতিক চুক্তি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে সেগুলো মেনে চলতে বাধ্য।

হেফাজতে নির্যাতন চলছেই

১৭. ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রণীত নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে এবং কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ তাদের জাতীয় আইনে নির্যাতনকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে সম্মত হয়েছে। এই অনুযায়ী ২০১৩ এর ২৪ অক্টোবর সরকার

[১৬] ২০০৯ সালের ১৫ নভেম্বর মাদারীপুরে দুই সহোদর লুৎফর খালাসী এবং খায়রুল খালাসীর তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। ওই রুলে মাদারীপুরে ক্রসফায়ারে দুই সহোদরের হত্যাকান্ডকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, সেই বিষয়ে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে শুনানীর সময়ে রাষ্ট্রপক্ষ সময় চাইলে আদালত রুলের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ক্রসফায়ার বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ পুনর্গঠন করলে রুল জারিকারী বেঞ্চ ভেঙে যায়। ফলে ঐ রুলের শুনানিসহ এই বিষয় সংক্রান্ত আরো কয়েকটি রুলের শুনানী আজ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে আছে।[১৬]

[১৭] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

দলীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরীর উত্থাপিত "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩" জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। কিন্তু এরপরও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন এবং নির্যাতনের কারণে মৃত্যুর ঘটনা অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলছে।

১৮. সাম্প্রতিককালে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী পরিচালক ওমর সিরাজ (৩৫) র‍্যাব হেফাজতে মারা গেছেন। তাঁকে ১৭ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁকে দুদফা রিমান্ডে নেয়া হয়। ২৯ শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফা রিমান্ডে থাকা অবস্থায় গত ১ অক্টোবর রাতে 'হার্ট অ্যাটাকে' তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে র‍্যাব। অন্যদিকে নিহত ওমর সিরাজের স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শম্পা অভিযোগ করেছেন, রিমান্ডে নিয়ে র‍্যাব তাঁকে হত্যা করেছে। তাঁর স্বামী অসুস্থ ছিলেন না। সুস্থ মানুষ ধরে এনে র‍্যাব রিমান্ডে নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলেছে।[১৮]

১৯. *অধিকার* মনে করে, নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

গ্রেফতারের পর পায়ে গুলি করার প্রবনতা

২০. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর এই দশ মাসে ৩৩ ব্যক্তিকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে।

২১. ২০১৩ সাল থেকেই পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পায়ে গুলি করার নতুন এক নৃশংস প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। ইতিমধ্যেই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। বিরোধীদলের আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে; যার শিকার হয়েছেন বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ।

২২. গত ৮ অক্টোবর ঢাকার মগবাজারে একটি আবাসিক হোটেলে পুলিশ মোহাম্মদপুর ওয়ার্ড শাখা ছাত্রদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন (২৬) কে আটক করে তাঁর পায়ে গুলি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ পাহারায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশি হেফাজতে থাকা রবিউল সাংবাদিকের বলেন, তিনি মগবাজারের একটি রেষ্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। এই সময় পুলিশ তাঁকে ধরে কাছেই অবস্থিত বৈকালিক আবাসিক হোটেলের একটি ঘরে নিয়ে যায় এবং তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে।[১৯]

২৩. বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন অব্যাহত থাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে *অধিকার* মনে করে। এই ঘটনা থেকে আবারও প্রমাণ হয় যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা চরম দায়মুক্তি ভোগ করছে। *অধিকার* অবিলম্বে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

[১৮] যুগান্তর, ৩ অক্টোবর ২০১৫
[১৯] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৫

আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ০৬ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ০৪ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ০২ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

২৫. গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার, যা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়; যাঁদেরকে রাষ্ট্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে লাশ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রথমে কোন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে কারো কারো লাশ পাওয়া যাচ্ছে বা আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে। গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং অভিযুক্ত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার অস্বীকার করে এসেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও[২০] অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এই ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

২৬. ঢাকা মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ কাইয়ুমের ছোট ভাই এম এ মতিনকে গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয় দিয়ে ঢাকার বাড্ডা এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মতিনের স্ত্রী দিলরুবা অভিযোগ করে বলেন, গত ২০ অক্টোবর রাতে এশার নামাজ শেষে নিজের বাসায় ফিরছিলেন মতিন। বাড্ডা লিংক রোডে তাঁর বাসার সামনে পৌঁছানো মাত্রই সাদা পোশাকের কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর গতিরোধ করে এবং একটি সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। এই সময় আশে পাশের লোকজন ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এগিয়ে গেলে ওই ব্যক্তিরা নিজেদের ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মতিনকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে জানায়। এই ঘটনার পর মতিনের পরিবারের সদস্যরা বাড্ডা থানায় গেলে সেখান থেকে এই ধরনের কোন অভিযানের খবর বাড্ডা থানা পুলিশের কাছে নেই বলে তাঁদের জানানো হয়। এরপর তাঁরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারেন, মতিনকে ডিবি কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত মতিনকে আদালতে হাজির করা হয়নি। এই বিষয়ে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারের ডিসি মুনতাসিরুল ইসলাম জানান, ডিবি পরিচয়ে এম এ মতিনকে তুলে নেয়ার বিষয়টি তাঁর জানা নেই। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ডিসি (পূর্ব) মাহাবুবুল আলমও বিয়য়টি জানেন না বলে তাঁদের জানান।[২১]

২৭. গত ২৬ অক্টোবর ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এর মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দাবী করা হয় যে, গত ২৫ অক্টোবর রাজধানীর গুলশান ও বাড্ডায় অভিযান চালিয়ে ইতালির নাগরিক সিজার তাবেলা হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মোহাম্মদ রাসেল চৌধুরী (৩৫), মিনহাজুল আরেফিন রাসেল (৪০), তামজিদ আহম্মেদ রুবেল (৩৫) ও শাখাওয়াত হোসেন শরিফ (৩৫) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে মিনহাজুল আরেফিন রাসেলের বাবা সিরাজুল ইসলাম জানান, মিনহাজুল পুরোনো আসবাবের

[২০] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০১২, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-12/news/281302
[২১] মানবজমিন ২২ অক্টোবর ২০১৫

ব্যবসা করে। গত ১২ অক্টোবর বাড্ডা এলাকার রাস্তা থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ডিবি পুলিশ কার্যালয়ে খোঁজ নিতে গেলে বলা হয়, মিনহাজুল নামের কাউকে আটক করা হয়নি। তাঁর নিখোঁজের বিষয়ে ১৬ অক্টোবর বাড্ডা থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। শাখাওয়াত হোসেন শরিফের ভাই মোহাম্মদ সোহাগ জানান, গত ১৪ অক্টোবর রাতে শাখাওয়াতকে মোটরসাইকেলসহ ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আটক করে নিয়ে যায় কয়েক ব্যক্তি। এরপর ডিবি পুলিশ কার্যালয়ে খোঁজ নিতে গেলে সেখান থেকে শাখাওয়াতকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। মোহাম্মদ রাসেল চৌধুরীকে ১০ অক্টোবর দক্ষিণ বাড্ডার বাসা থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আটক করা হয় বলে জানায় রাসেলের পরিবার। তামজিদ আহম্মেদ রুবেলের মা শিরিজান বেগম জানান, ১২ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হওয়ার পর থেকে তামজিদ নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় এবং ডিবি পুলিশ কার্যালয়ে গিয়েও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ইতালীয় নাগরিক সিজারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।[২২]

২৮. *অধিকার* মনে করে গুমের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। *অধিকার* সরকারের কাছে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

কারাগারে মৃত্যু

২৯. অক্টোবর মাসে ০৭ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

৩০. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩১. *অধিকার* কারাগারে বন্দীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানাচ্ছে। কারাগারে বন্দীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

সদূর্গা পূজামন্ডপ এবং আশুরার মিছিলের প্রস্তুতি পর্বে হামলা

দূর্গা পূজায় পূজামন্ডপে হামলা

৩২. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁদের উপাসনালয়ে হামলাসহ বিভিন্ন ধরণের অন্যায় কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে। সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার সময়ে পূজামন্ডপে হামলাসহ বিভিন্ন ঘটনা একটি ধারাবাহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে।[২৩]

---

[২২] প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০১৫

[২৩] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার দায়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় গোষ্ঠিকে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ভিন্ন কথা বলে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে রামু ও কক্সবাজারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দেখুন। www.odhikar.org

৩৩. গত ৬ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনির প্রতাপনগর কর্মকারপাড়া সার্বজনীন দুর্গা পূজামন্ডপে ৫টি প্রতিমা ভাংচুর করে একদল দুর্বৃত্ত। এরপর গত ১৮ অক্টোবর ভোর আনুমানিক সাড়ে তিনটায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাবুলিয়ায় দুর্গাপূজা মন্ডপের ৩টি প্রতিমা ভাংচুর করে আরেকদল দুর্বৃত্ত।[২৪]

৩৪. গত ১৯ অক্টোবর বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার সার্বজনীন পূজা মন্ডপের প্রতিমা ভাংচুরের অভিযোগে স্থানীয় জনগণ বানারীপাড়া উপজেলার সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি মেহেদী হাসান, ছাত্রলীগ কর্মী শামীম মৃধা, বদিউল ইসলাম, মাসুদ শেখ, মিরাজ হাওলাদার, মিরাজ ফকির এবং সুখদেব সরকারকে আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হামলা থেকে প্রতিমা রক্ষা করতে গিয়ে স্থানীয় চার ব্যক্তিও আহত হয়েছেন।[২৫]

৩৫. *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনাগুলোতে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় আনতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে *অধিকার* সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায়ের আশুরা উপলক্ষ্যে মিছিলের প্রস্তুতি পর্বে হামলা

৩৬. গত ২৪ অক্টোবর ভোররাত আনুমানিক পৌনে দুটায় পুরানো ঢাকার হোসেনি দালানের প্রাঙ্গনে মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায়ের আশুরা উপলক্ষ্যে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতির সময় সেখানে পাঁচটি হাত বোমা ছুড়ে মারা হয়। এর তিনটি বিস্ফোরিত হলে সাজ্জাদ হোসেন (১৫) নামে এক কিশোর নিহত এবং প্রায় দেড় শত মানুষ আহত হন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আহত ব্যক্তিদের মধ্যে জামাল উদ্দিন (৫৫) গত ২৯ অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে চকবাজার মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার ব্যক্তিকে আটক করেছে।[২৬] উল্লেখ্য ১০ই মহররম হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেইন ইবনে আলী (রা.) এর শহীদ হওয়ার দিনকে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ত্যাগ ও শোকের প্রতীক হিসেবে পালন করে থাকে এবং প্রতি বছরই হোসেনি দালান এলাকা থেকে তাজিয়া মিছিল বের করা হয়।

৩৭. *অধিকার* এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সত্যিকারের অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

হুমকির মুখে সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৩৮. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ০১ জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত, ০১ জন হুমকির সম্মুখীন, ০১ জনকে গ্রেফতার এবং ০১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

৩৯. সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়ের এর ঘটনা অব্যাহত আছে। এই ধরণের কার্যকলাপ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা।

---

[২৪] মানবজমিন, ১৯ অক্টোবর ২০১৫

[২৫] নিউএজ, ২১ অক্টোবর ২০১৫

[২৬] প্রথম আলো এবং যুগান্তর, ২৬ অক্টোবর ২০১৫

৪০.গত ১০ অক্টোবর ঢাকার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে নিম্ন আদালতের কয়েকজন বিচারক, আইনজীবী ও সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা সভা করছিলেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিউএজের সিনিয়র স্টাফ করেসপনডেন্ট মনিরুজ্জামান সেখানে গেলে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ তাঁতী লীগের সভাপতি এনাজুর রহমান চৌধুরী তাঁকে লাঞ্ছিত করে তাঁর এক্রিডিটেশন কার্ড ছিনিয়ে নেন এবং তাঁর মোবাইল ফোন ভেঙ্গে ফেলেন। এরপর মনিরুজ্জামানকে ধানমন্ডি থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। পরবর্তীতে থানা থেকে মনিরুজ্জামানকে তাঁর ভাঙ্গা ফোন ও ব্যাগসহ ছেড়ে দেয়া হলেও তাঁর এক্রিডিটেশন কার্ড ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। রেস্টুরেন্টের কর্মকর্তা মোফাজ্জল নিউএজকে জানান, অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক জাজ জাভেদ হোসেন জায়গাটি ভাড়া নিয়েছিলেন।[২৭]

৪১.মাদক সংক্রান্ত রিপোর্টের জের ধরে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের রাজশাহী পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি রিমন রহমানকে মাদক মামলায় গ্রেফতার করেছে বিজিবি। একই মামলায় দৈনিক আমারদেশ অনলাইন পত্রিকার গোদাগাড়ী উপজেলা প্রতিনিধি সাইফুল ইসলামকে অভিযুক্ত করে হয়রানী করা হচ্ছে বলে ভুক্তভোগী দুই সাংবাদিকের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম জানান, স্থানীয় মাদক সিন্ডিকেটগুলোর সঙ্গে বিজিবির কতিপয় সদস্যের চাঁদাবাজি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ও রিমন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় একাধিক রিপোর্ট করেছেন। এইসব রিপোর্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজিবির সদস্যরা তাঁদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। একপর্যায়ে গত ১ অক্টোবর বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৫টায় একজন বিজিবি সদস্য ফোন করে গোপন তথ্য দেয়ার কথা বলে রিমন রহমানকে মাটিকাটা কলেজ মাঠে ডেকে নেন। সাংবাদিক রিমন সেখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে বিজিবি সদস্যরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পিকআপ ভ্যানে তুলে প্রথমে স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং রিমনের কাছ থেকে ২২টি ইয়াবা ও ৫০ গ্রাম গাজা উদ্ধার করা হয়েছে উল্লেখ করে একটি মামলা সাজিয়ে তাঁকে গোদাগাড়ী মডেল থানায় হস্তান্তর করে। ওই মামলায় সাংবাদিক সাইফুল ইসলামকেও অভিযুক্ত করা হয়। সাংবাদিক রিমন এখনো কারাগারে আছেন এবং সাইফুল ইসলাম পুলিশী হয়রানির ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।[২৮]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৪২. গত ৩১ অক্টোবর জাগৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফয়সাল আরেফিন দীপনকে ঢাকার শাহবাগের আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেটে তাঁর অফিসে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। একইদিনে ঢাকার লালমাটিয়া এলাকায় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শুদ্ধস্বরের কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে একদল দুর্বৃত্ত প্রকাশক আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুলসহ দুই ব্লগার তারেক রহিম ও রণদীপম বসুকে কুপিয়ে এবং গুলি করে গুরুতরভাবে আহত করে। আহত তিন ব্যক্তি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। উল্লেখ্য ফয়সাল আরেফিন দীপন ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে প্রকাশ্যে নিহত ব্লগার অভিজিৎ রায়ের বইয়ের প্রকাশক ছিলেন।[২৯] উল্লেখ্য, জানুয়ারী ২০১৩ থেকে অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত ৫ জন ব্লগারকে হত্যা করা হয়েছে।

---

[২৭] নিউএজ, ১১ অক্টোবর ২০১৫

[২৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৯] প্রথম আলো ১ নভেম্বর ২০১৫

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার অব্যাহত

৪৩. *অধিকার* এর তথ্যমতে, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২৮ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪৪. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনো পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৩০] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং এই আইনকে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪৫. বর্তমান সরকার ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে আইনের শাসনের মারাত্মক অবনতির সুযোগে দুর্বৃত্তরা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এর আগে দুর্বৃত্তরা পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে ব্লগার অভিজিৎকে কুপিয়ে হত্যা করে এবং বিভিন্ন সময়ে আরও চারজন ব্লগার হত্যাকান্ডের শিকার হন। *অধিকার* দেশে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে । সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপনসহ সকল ব্লগারের হত্যা এবং প্রকাশক আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুলসহ তারেক রহিম ও রণদীপম বসুর ওপর হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের বিচারের আওতায় আনার জন্য *অধিকার* কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছেই

৪৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ০৩ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই মাসে ০১ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'এর গুলিতে এবং ০৩ জন বিএসএফ'এর নির্যাতনে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়াও ০৫ জনকে বিএসএফ অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪৭. কোন প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ যখন তখন গুলি চালিয়ে বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা ও আহত করা অব্যাহত রেখেছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়মিত বৈঠকে বারবার সীমান্ত হত্যার বিষয় তুলে ধরা হলেও সেটা বন্ধ করার বিষয়টি রুটিন মাফিক নিষ্ফল আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, অর্থাৎ বিএসএফ সীমান্তে তাদের গৃহীত নীতি; দেখামাত্র গুলি করা থেকে একবিন্দুও সরে আসেনি।

৪৮. দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অবৈধ অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর

---

[৩০] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু ভারত এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা বা আহত করছে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের আক্রমণ করছে।

৪৯. গত ৭ অক্টোবর রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ফতেপুর সীমান্ত পিলার ১০/২ সংলগ্ন এলাকায় গরু নিয়ে ফেরার সময় আনোয়ার হোসেন (২৫) নামে এক ব্যক্তিকে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ)এর ঠাকুরবাড়ি ক্যাম্পের সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে। পরে আনোয়ারের লাশ ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।[৩১]

৫০. গত ৮ অক্টোবর লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার দুর্গাপুর সীমান্ত সংলগ্ন চওড়াটারী গ্রামের কৃষকরা ক্ষেত থেকে নিজেদের গরু আনতে গেলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার ২১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সিঙ্গীমারী ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাড়িতে ঢুকে ৪টি গরু নিয়ে যায়। এতে গ্রামবাসীরা বাধা দিলে বিএসএফ গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে ২জন গুলিবিদ্ধ ও মহিলাসহ ৩জন বেদম মারপিটের শিকার হন। আহতদের মধ্যে আব্দুর রহিম ও সুলতান হোসেনকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে এবং পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৯ অক্টোবর আব্দুর রহিম মারা যান।[৩২]

৫১. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের অন্য কোন দেশের বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৫২. ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ০৮ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন।

৫৩. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলতঃ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা চলছেই

৫৪. বর্তমানে সমাজ সহিংস হয়ে উঠেছে এবং নারী ও শিশুদের প্রতি ব্যাপক সহিংসতার ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে। অক্টোবর মাসেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌন হয়রানী, ধর্ষণ, যৌতুক এবং এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

ধর্ষণ

৫৫. অক্টোবর মাসে মোট ৮২ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২০ জন নারী, ৫৭ জন মেয়ে শিশু এবং ৫ জনের বয়স জানা যায়নি। ওই ২০ জন নারীর মধ্যে ০৭ জন

[৩১] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৫

[৩২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লালমনিরহাটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৫৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ০২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এছাড়া একই সময়ে ১১ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৬. গত ১০ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টায় স্মৃতি নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রী মাদ্রাসা থেকে তাঁর বাসায় ফেরার পর একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে একা পেয়ে ধর্ষণের পর তাঁকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। স্মৃতির দোকানদার বাবা ফোরকান আলী এবং মা তাসলিমা বেগম ঐ সময় বাসায় ছিলেন না। মা তসলিমা রাত ৮টায় বাসায় ফিরে বিছানায় মেয়ের লাশ দেখতে পান। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ কলেজ ছাত্র ইব্রাহিম (১৮), নাহিদ (১৯) ও কাউছার (২২) কে আটক করেছে।[৩৩]

যৌন হয়রানি

৫৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ১৬ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ০২ জন নিহত, ০২ জন আহত, ০১ জন লাঞ্ছিত এবং ১১ জন বখাটের হাতে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় ০১ জন নারী যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

৫৮. গত ১৩ অক্টোবর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সূত্রাপুর এলাকার বিজয় সরণি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী কবিতা মণি দাস (১৬) পরীক্ষা দিতে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। বেলা আনুমানিক দেড়টায় কবিতা বিদ্যালয়ের গেটের কাছে পৌঁছালে একই উপজেলার কাঞ্চনপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার বিক্রম চন্দ্র সরকার (২২) নামে এক দুর্বৃত্ত তাঁর গতিরোধ করে। একপর্যায়ে বিক্রম ধারালো ছুরি দিয়ে কবিতার পেটে ও কাঁধে আঘাত করে। কবিতার চিৎকার শুনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এসে বিক্রমকে আটক করে পুলিশে দেয়। কবিতাকে গুরুতর আহতবস্থায় কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কবিতার স্বজনরা জানান, বিক্রম অনেকদিন ধরে কবিতাকে নানাভাবে উত্তক্ত্য করে আসছিলো।[৩৪]

যৌতুক সহিংসতা

৫৯. অক্টোবর মাসে ২৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ০১ জন আত্মহত্যা করেছেন এবং ১৬ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এইসময় মেয়ের স্বামীর দেয়া আগুনে পুড়ে শ্বাশুড়ি এবং দেড় বছর বয়সি শ্যালিকা নিহত হয়েছেন।

৬০. গত ২ অক্টোবর নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা ইউনিয়নের টেকপাড়া এলাকায় যৌতুক হিসেবে দাবি করা টাকা না পেয়ে গৃহবধূ রিমা আক্তার (২২) কে তাঁর স্বামী জাহাঙ্গীর শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩৫]

---

[৩৩] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়নগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৪] প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০১৫

[৩৫] প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০১৫

এসিড সহিংসতা

৬১. অক্টোবর মাসে ০৮ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৭ জন নারী এবং ০১ জন পুরুষ।

৬২. গত ৫ অক্টোবর সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্রী সুখি আক্তারকে মোহন মিয়া (২০) নামে এক ব্যক্তি রাতে তাঁর ঘরে ঢুকে মুখে এসিড ঢেলে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মোহন মিয়া সুখি আক্তারকে প্রায়ই বিরক্ত করতো। এসিড দগ্ধ কলেজ ছাত্রীকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ মোহন মিয়াকে আটক করেছে।[৩৬]

৬৩. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ভয়াবহ অবনতির কারণে নারী এবং পুরুষদের আক্রান্ত হবার ঘটনাগুলো ঘটছে এবং নারীরা এর শিকার হচ্ছেন ব্যাপকভাবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারী

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৪. মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার জন্য সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে *অধিকার* হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় । আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকান্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

৬৫. গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে AFAD, ALRC, FIDH, ভিকটিম পরিবার এবং অধিকার আয়োজিত 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে ভিকটিম পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক অনুষ্ঠান হবার কথা থাকলেও জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ তা হঠাৎ করে বাতিল করে দেয়। এই অনুষ্ঠান করার জন্য গত ১১ জুলাই প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়াম বুকিং দেয়া

[৩৬] মানবজমিন, ৯ অক্টোবর ২০১৫

হয়েছিল এবং হলভাড়া পরিশোধ করা হয়েছিল। গত ২৯ অগাস্ট ২০১৫ বিকেল ৫.২০টায় প্রেসক্লাবের স্টাফ অধিকার কার্যালয়ে ফোন করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরীর নির্দেশে প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামের বুকিং বাতিলের কথা জানান। এর আগে দুপুরে গুমের শিকার ব্যক্তিদের কয়েকটি পরিবারকে বিভিন্ন অজ্ঞাত ফোন নম্বর থেকে ফোন করে উল্লেখিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হয়। এছাড়া গত ৩০ অগাস্ট সারাদেশে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের মানবাধিকার রক্ষা কর্মীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে এবং এই দিন উপলক্ষে কোন কর্মসূচি পালন করা থেকে বিরত থাকতে বলে।

৬৬. এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য প্রায় দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

৬৭. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব সরকারের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধের জন্য সরকারকে সচেতন করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের ব্যাপারে সোচ্চার থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মানবাধিকার প্রতিবেদন আইন পরিপন্থী ও নাশকতামূলক বলে অভিহিত করেছে পুলিশ সদর দফতর

৬৮. গত ৩০ সেপ্টেম্বর মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র তাদের মানবাধিকার প্রতিবেদন গণ মাধ্যমে পাঠায়। যার ফলশ্রুতিতে গত ১ অক্টোবর দৈনিক যুগান্তর এ '৯ মাসে পুলিশ-র‍্যাবের হেফাজতে নিহত ১৪৮' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সদর দফতর গত ২ অক্টোবর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এনজিওটির বক্তব্য অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও নাশকতামূলক প্রচারণার শামিল। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় পুলিশের ওপর তাদের দোষ চাপানো এ দেশের আইনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শামিল। আইন বহির্ভূতভাবে দোষ চাপানোটা বাংলাদেশ পুলিশের জন্য মানহানিকর।[৩৭] উল্লেখ্য গত ২ অগাস্ট *অধিকার* ও বামাক এর মানবাধিকার প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পুলিশ সদর দফতর একই রকম হুমকিমূলক প্রেস বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে পাঠায়।

৬৯. বর্তমান সরকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো বিশেষ করে যারা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারই প্রতিফলন পুলিশ সদর দফতরের এই বিজ্ঞপ্তি। জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার মানবাধিকার সংগঠনগুলো বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও দায়মুক্তি বন্ধের লক্ষ্যে কাজ করছে। হেফাজতে মৃত্যু ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড আইনের শাসনের পরিপন্থী। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের বিভিন্ন ঘটনা যে ঘটছে, সেই ব্যাপারে ভিকটিম পরিবারর গুলো প্রতিনিয়তই অভিযোগ করছে। *অধিকার* মনে করে পুলিশ সদর

[৩৭] যুগান্তর, ২ অক্টোবর ২০১৫

দফতরের এই ধরনের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য, এটা মতপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতায় বাধা এবং হুমকিস্বরূপ, যা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কণ্ঠরোধ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টারই নামান্তর ।

১০ম জাতীয় সংসদ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করায় টিআইবির বিরুদ্ধে বিষোদগার

৭০. গত ২৫ অক্টোবর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন সম্পর্কিত পার্লামেন্ট পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় গত ২৬ অক্টোবর জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সরকার দলীয় চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ এবং হুইপ ইকবালুর রহিম টিআইবির সমালোচনা করেন। সংবাদ সম্মেলনে চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ বলেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সংসদকে অকার্যকর করতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করছে। তারা একটি চক্রের পেইড সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। টিআইবিকে জাতীয় সংসদ নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করার অধিকার কে দিয়েছে। টিআইবি'র অর্থের উৎস কী, সেটা মানুষ জানতে চায়। কোথা থেকে তাদের টাকা আসে, সেটা তদন্ত হওয়া উচিত।[৩৮] অপরদিকে গত ২৭ অক্টোবর বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, "টিআইবি হচ্ছে বিএনপি'র অঙ্গ সংগঠন। বিএনপি'র অঙ্গ সংগঠন হিসেবে তারাই নির্বাচন দাবি করছে। বিদেশী মারা, তাজিয়ার ওপর বোমা হামলা, এএসআইকে হত্যা ও টিআইবি'র প্রতিবেদন এক সূত্রে গাঁথা"।[৩৯]

৭১. লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন মতামত যদি সরকারের বিরুদ্ধে যায় তখন ভিন্নমতের কারণে উক্ত ব্যক্তি বা সংগঠনকে অপদস্ত করা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সরকার মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সংগঠিত হবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সচেষ্ট রয়েছে, যা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

[৩৮] প্রথম আলো ও মানবজমিন, ২৭ অক্টোবর ২০১৫
[৩৯] মানবজমিন, ২৮ অক্টোবর ২০১৫

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি-অক্টোবর ২০১৫*												
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	মোট
**বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৯	৮	১৪	৬	৭	১৯	৯	৯	১২৩
	গুলিতে নিহত	৫	৫	২	১	০	৩	০	০	৪	০	২০
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	০	১	০	০	০	০	১	৩
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	০	২	০	০	০	০	২	৫
	অন্যান্য	০	২	০	০	১	০	০	০	০	১	৪
	মোট	১৮	৩৮	১২	৯	১৮	৯	৭	১৯	১৩	১৩	১৫৬
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	৮	১	৩	০	০	০	২	১	৩৩
গুম		১৪	৯	১১	৩	৩	৩	০	২	০	৬	৫১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	১	৯	৩	৩	৫	৩	৪	৩	৩৮
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	৫	৪	২	৬	৫	৬	৭	৪	৫৭
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	৩	০	০	১	৩	০	০	৫	২৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	১৬	১৬	৫	০	৬	১	১	০	৫৪
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	০	২	১০	১৫	১	১	০	১	৩২
	লাঞ্ছিত	২	১	০	০	০	০	০	৩	০	১	৭
	নির্যাতন	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	১
	গ্রেফতার	২	০	১	১	১	০	১	১	০	১	৮
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৪০	৩৩	১১	৫	১১	৫	১৩	৮	৭	১৮১
	আহত	১৯৪৭	৭২২	৫৮০	২৬২	২৭২	৩২০	৪৭৫	৪২৬	৫৬৪	৬৫৪	৬২২২
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	১৫	১৩	১৭	১৪	২৩	১৭	১৭	২৯	১৭৩
ধর্ষণ		৩৩	৪৫	৪১	৪৪	৮২	৬৫	৬৫	১০৮	১০৯	৮২	৬৭৪
***যৌন হয়রানীর শিকার		১৯	৯	১৯	৬	৯	১৩	৫	৩৪	২৬	১৬	১৫৬
এসিড সহিংসতা		৮	৪	৩	৫	৪	১	৫	৬	০	৮	৪৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	৮	১৫	১৫	১১	৯	১৯	১১	৮	১১৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার		১	২	৩	১	১	৬	২	৪	৭	১	২৮

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় ৫ টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

***গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলে পরিসংখ্যানে অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।

সুপারিশসমূহ

১. অস্থিতিশীল ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। 'ক্রসফায়ার' ও 'বন্দুকযুদ্ধ'র নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে।

৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। আমারদেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান[৪০]সহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৬. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা, সভা সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকান্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৭. বাগেরহাট জেলার রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প বাতিল করে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে।

৮. ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের উপাসনালয়ে আক্রমণকারী ও তাঁদের সম্পদ দখলকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৯. বিএসএফ'এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

[৪০] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন।

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে প্রচলিত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া সহিংসতা বন্ধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং *অধিকার* এর সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

১২. নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ওপর সরকারের নিবর্তনমূলক কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে।